বেপরোয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ

ভিন্ন মতের আখ্যা দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মারধর হলচ্যুতিসহ নানা অন্যায় আচরণ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ। ভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধর, হলচ্যুত করাসহ নানা প্রকার মারমুখী আচরণে লিপ্ত হয়েছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। ক্যাম্পাসে পত্রিকা কিংবা অন্য একাডেমিক কাজে এসেও অতর্কিত হামলার শিকার হচ্ছেন বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে জড়িতরা। গত এক সপ্তাহে অন্তত ১০ জন শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের মারধর ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগের অবস্থাই গুরুতর বলে জানা গেছে। হঠাৎ করেই ছাত্রলীগের এই বেপরোয়া ও মারমুখী আচরণে আতঙ্কে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক হাজার শিক্ষার্থী। তবে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একাধিক নেতা মারধর ও নির্যাতনের এই ঘটনার জন্য অতি উৎসাহী কিছু কর্মীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে দায়ী করেছেন। এটা কোনো দলীয় সিদ্ধান্ত নয় বলেও জানান তারা।

জানা যায়, গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রদল কর্মী আব্দুর রহিম প্রধান রনিকে মেরে রক্তাক্ত করে একই হলের ছাত্রলীগ নেতা সোহেল ও তার অনুসারীরা। এ সময় তারা রনিকে ইট-পাটকেল, কিলঘুষি মারতে থাকে। মারের এক পর্যায়ে রনি গুরুতর আহত হয়ে পড়ে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। অন্যদিকে সোহেল ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী।

এর কিছুদিন আগে ছাত্রদলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে উজ্জল নামের এক শিক্ষার্থীকে মেরে হলচ্যুত করেছেন ছাত্রলীগের এই নেতা। তাছাড়া কয়েকদিন আগে বহিরাগত দু'জনকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করার অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে।

এদিকে গত দু'দিন আগে সূর্যসেন হল থেকে ছাত্রদলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে পিটিয়ে হল থেকে বের করে দেয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এছাড়া গত সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল থেকে মো. বিল্লাল হোসেন নামের এক শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে হল থেকে বের করে দেয় হল শাখা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ও তার কর্মীরা। এ সময় তার সঙ্গে থাকা টাকা ও কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরপর তাকে শাহবাগ থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। তবে হলের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী বলেন, 'লোকটি গেইসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বলে স্ট্যাটাস দিয়েছে। তাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। তবে তাকে পেটানো হয়নি।' এর আগে ২৬ আগস্ট কবি জসীমউদ্দীন হল থেকে রায়হান নামের এক ছাত্রকে পিটিয়ে পুলিশে দেয় হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী ও তার কর্মীরা। ঐ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে বলে জানান তারা।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ বলেন, আমি মারধরের এসব ঘটনা সম্পর্কে এই মাত্র শুনলাম। এরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। তিনি বলেন, যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তা কেউ ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে করে থাকতে পারে। এটা রাজনৈতিক কোন ঘটনা নয় বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমজাদ আলী বলেন, আজ (গতকাল) লাইব্রেরীর সামনে এক শিক্ষার্থীকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এটি ব্যক্তিগত শত্রুতাবশত করা হয়ে থাকতে পারে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, মারধরের সঙ্গে যুক্ত বঙ্গবন্ধু হলের সোহেলের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া হচ্ছে। তাকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর আগেও সোহেলের বিরুদ্ধে অপহরণ ও সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলেও জানান তিনি।